প্রথম আলো
শনিবার, ২৪ জানুয়ারি ২০১৫

শঙ্কার মধ্যে পোশাক খাত!

শুভংকর কর্মকার

টানা ১০ মাস ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাকের রপ্তানিতে বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধির মুখ দেখেনি। আর চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে ওভেন পোশাক রপ্তানি আগের বছরের তুলনায় কমেছে। তবে নিট পোশাকে ১ দশমিক ৯০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি এখনো আছে। এমন পরিস্থিতিতে আবারও রাজনৈতিক অস্থিরতার খড়্গ নেমে এসেছে।

বিদেশি ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা টানা হরতাল-অবরোধে ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশে আসছেন না। উদ্যোক্তারা তাঁদের সঙ্গে বৈঠক করতে যাচ্ছেন থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুরসহ বিভিন্ন দেশে। তবে শেষ পর্যন্ত অনিশ্চয়তার কারণে বিদেশি ক্রেতারা কাজ দিচ্ছেন কম। এমনকি আগে দেওয়া কাজও বাতিলের ঘটনা ঘটছে।

আগের কাজ বাতিল, মূল্যছাড়, উড়োজাহাজে পণ্য পাঠানো, জাহাজীকরণে বিলম্ব ও নাশকতার ক্ষতি মিলিয়ে এখন পর্যন্ত পোশাক খাতে ৬১ লাখ ডলারের লোকসানের তথ্য পাওয়া গেছে। পাঁচটি কারখানা এই হিসাব দিয়েছে তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর কার্যালয়ে। অন্যদিকে নিট পোশাকমালিকদের সংগঠন বিকেএমইএ জানিয়েছে, তাদের একটি কারখানায় ইতিপূর্বে দেওয়া ৩৮ লাখ ডলারের দুটি কাজ বাতিল হয়েছে।

ব্যবসায়িক গোপনীয়তার স্বার্থে অনেক উদ্যোক্তাই ক্ষয়ক্ষতির হিসাব প্রকাশ করেন না—এমন দাবি করে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর নেতারা বলছেন, প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি। তবে তার চেয়ে বড় সমস্যা, এখন কাজ আসার মৌসুম। আর ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানগুলো স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে ৩০-৪০ শতাংশ কম কাজ দিচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁরা (ক্রেতারা) ঝুঁকি নিতে চাইছেন না।

বিজিএমইএ বলছে, চলতি অর্থবছর পোশাক রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ২ হাজার ৬০০ কোটি ডলার। সেই হিসাবে এক দিনের হরতাল-অবরোধে ৬৯৫ কোটি টাকার পোশাক রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হয়। আর প্রতিদিন এই শিল্পে প্রকৃত উৎপাদনের মূল্যমান হচ্ছে প্রায় ৪৩০ কোটি টাকা।

সব মিলিয়ে চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সংকটে পড়তে যাচ্ছে পোশাক খাত। এমন আশঙ্কা প্রকাশ করে পোশাকশিল্পের মালিকেরা বলছেন, দ্রুত স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে না এলে চলতি অর্থবছর পোশাকের পাশাপাশি সামগ্রিক রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যাবে না। গতবারের প্রবৃদ্ধিও ধরে রাখা অসম্ভব।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুযায়ী, চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ হাজার ৩২০ কোটি মার্কিন ডলার। এর মধ্যে পোশাক খাতের লক্ষ্যমাত্রা ২ হাজার ৬৮৯ কোটি ডলার বা ৮১ শতাশ। পোশাক রপ্তানির এই লক্ষ্যমাত্রা আগের অর্থবছরে রপ্তানি আয় অর্থাৎ ২ হাজার ৪৪৯ কোটির চেয়ে ২৪০ কোটি ডলার বেশি। অর্থাৎ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৯ দশমিক ৭৯ শতাংশ। আর চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে (জুলাই-ডিসেম্বর) পোশাক খাতে রপ্তানি আয় হয়েছে ১ হাজার ২০২ কোটি ডলার। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি মাত্র শূন্য দশমিক ৭৭ শতাংশ। গত অর্থবছর পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ছিল ১৩ দশমিক ৮৬ শতাংশ।

জানতে চাইলে বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি আব্দুস সালাম মুর্শেদী বলেন, 'অর্থবছরের প্রথম ছয় মাস খুব ভালো যায়নি। আমরা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে গেছি।' তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতি আরও কিছুদিন অব্যাহত থাকলে সব উদ্যোক্তাই বড় ধরনের ঝাঁকুনি খাবেন। এতে অনেকেই ছিটকে পড়বেন, বিশেষ করে ছোটরা।

রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ক্ষতি বাড়ছে

ক্রেতারা কাজ কমিয়ে দিচ্ছেন, আবার অন্য দেশেও চলে যাচ্ছেন

- ৯৯ লাখ ডলার ক্ষতি গুনেছে ছয়টি পোশাক কারখানা
- এক দিনের হরতাল-অবরোধে ৬৯৫ কোটি টাকার পোশাক রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হয়

রপ্তানিচিত্র

২০০৯-১০	১.২৩%	১,২৪৯
২০১০-১১	৪৩.২৪%	১,৭৯১
২০১১-১২	৬.৯৭%	১,৯০৮
২০১২-১৩	১২.৯৬%	২,১৫১
২০১৩-১৪	১৩.৮৬%	২,৪৪৯
২০১৪-১৫ (জুলাই-ডিসেম্বর)	০.৭৭%	১,২০২

প্রবৃদ্ধি | রপ্তানি আয় (কোটি ডলারে)

টানা হরতাল-অবরোধে বিজিএমইএর কার্যালয়ে ক্ষতির হিসাব পাঠিয়েছে ম্যাগপাই নিটওয়্যার, ম্যাগপাই কম্পোজিট, ক্রিয়েটিভ উলওয়্যার, বেঙ্গল পোশাক ও আর্ভা টেক্সটাইল। পাঁচ কারখানার ৩৭ লাখ ৪ হাজার ৮৫০ ডলারের কাজ বাতিল হয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতায় ক্ষতির তথ্য চেয়ে ১২ জানুয়ারি সদস্যদের কাছে চিঠি দেয় সংগঠনটি। ১৪ থেকে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির হিসাব দিয়েছে এই কারখানাগুলো।

অন্যদিকে এমবি নিট ফ্যাশনের ৩৮ লাখ মার্কিন ডলারের দুটি কাজ বাতিল করেছেন ক্রেতারা। এর মধ্যে ফ্রান্সের একটি প্রতিষ্ঠানের ২৪ লাখ ডলার ও স্পেনের অপর প্রতিষ্ঠানে ১৪ লাখ ডলারের কাজ হয়েছিল। এমবি নিট ফ্যাশনের মালিক ও বিকেএমইএর সাবেক সহসভাপতি মোহাম্মদ হাতেম গত বুধবার এ বিষয়ে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ক্রেতারা বলছে, তোমরা এই অনিশ্চয়তার মধ্যে সময়মতো পণ্য দিতে পারবা না। তাই অন্য দেশে কাজ স্থানান্তর করেছে।' তিনি বলেন, 'কাল (বৃহস্পতিবার) ব্যাংককে যাচ্ছি। পরশু (শনিবার) যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের দুই ক্রেতার সঙ্গে বৈঠক আছে। তবে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তাঁরা আগেই জানিয়ে দিয়েছেন তাঁদের পরিকল্পনার চেয়ে ৩০-৩৫ শতাংশ কম কাজ দেবেন।'

বিজিএমইএর সহসভাপতি শহিদউল্লাহ আজিম বলেন, বর্তমান মৌসুমে কাজ কম এলে বা না এলে আগামী মাসগুলোতে কাজ কমে যাবে, ক্ষেত্রবিশেষে কাজই থাকবে না। আর এমনটি হলে শ্রমিকের মজুরি দিতে পারবেন না উদ্যোক্তারা।

২০১৩ সালে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে পোশাকশিল্পের মালিকদের মূল্যছাড় দিতে হয়েছিল ৯ হাজার কোটি টাকার পণ্য। আর বেশি অর্থ দিয়ে উড়োজাহাজে পাঠাতে হয়েছিল ৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকার পণ্য। সে সময় সহিংসতা শুরু হওয়ার বেশ কয়েক দিন পর পুলিশ ও বিজিবির সদস্যদের পাহারায় ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে পণ্য পাঠানো শুরু হয়। তত দিনে অনেকের গুদামেই রপ্তানি পণ্য জমে গিয়েছিল। সে জন্য ক্ষয়ক্ষতি বেশি ছিল।

এবার টানা অবরোধের প্রথম দিন থেকেই এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকের চেয়ে কম হলেও প্রতিদিনই পুলিশ ও বিজিবির পাহারায় ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে পণ্য যাচ্ছে। একইভাবে আমদানি করা কাঁচামাল আসছে।

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজা ধসে নিহত হন ১ হাজার ১৩৬ শ্রমিক। বছরের শেষ দিকে ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা। সব মিলিয়ে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। এ অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে এবং ২০২১ সালের মধ্যে পোশাক রপ্তানি ৫ হাজার কোটি ডলারে উন্নীত করার পথনকশা প্রস্তুত করতে গত ডিসেম্বরে অ্যাপারেল সামিটের আয়োজন করে বিজিএমইএ। তবে ঠিক এক মাস পর বিজিএমইএ বলছে, সেই আশায় গুড়েবালি।

বিজিএমইএর সভাপতি আতিকুল ইসলাম এই প্রতিবেদককে বলেন, অবিলম্বে বর্তমান অবস্থার সমাধান করে বিদেশি ক্রেতাদের 'আমরা আবার ব্যবসায় ফিরেছি' এমন বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। হরতাল-অবরোধ কর্মসূচি পালনের নাগরিক অধিকার থাকতে পারে। কিন্তু সহিংসতা করার অধিকার কেউ কাউকে দেয়নি।